



বাউ

দুঃসাহসী টিনটিন

# সাদ্ধা কোথায়



আনন্দ

হাজ

দুঃসাহসী টিনটিন

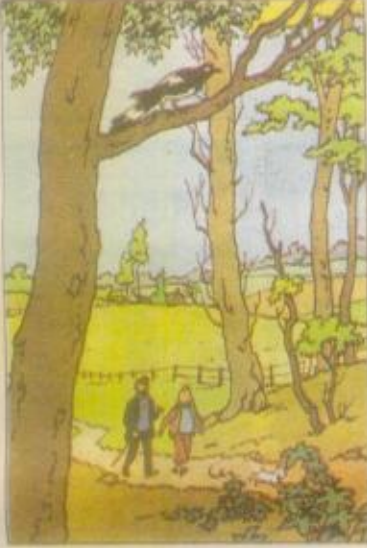
# সান্না কোথায়



আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা-৯

# সাদা কোথায়



আঃ, কী সুন্দর আবহাওয়া ! আহা,  
প্রাণ যেন জড়িয়ে যাচ্ছে !



আকাশটা বকবাকে নীল, পাখি গান  
গাইছে, ফুল ফুটছে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে  
যাচ্ছে তার সুবাস । নাও, টিনটিন, নাক  
ভরে নিশ্বাস নাও ! আঃ, কী চমৎকার  
নির্মল বাতাস, কী সুন্দর ফুলের গন্ধ !



গন্ধটা মোটেই সুন্দর নয়,  
ফুলেরও নয় !

তাই তো !



কী করে সুন্দর হবে ! রাজ্যের জঞ্জাল এনে  
এখানে ডাই করে রাখা হয়েছে !

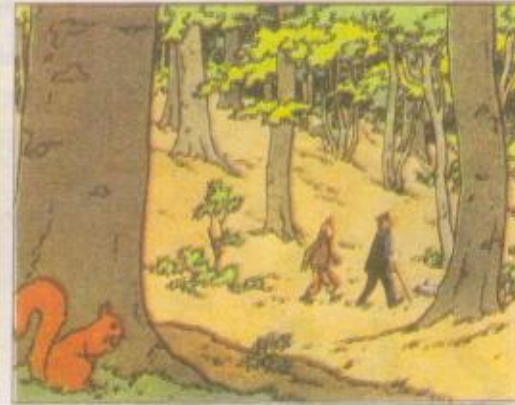


আর এই দুর্গন্ধের মধ্যেই আস্তানা গেড়ে  
বসেছে, ওরা কারা হে ?

যাযাবর !



ধূত, এখানে থাকা যায় ?



আরে, একটা বাচ্চা কাঁদছে না ?







এই রে ! ছুটতে গিয়ে পড়ে  
গিয়েছে মেয়েটা ! মাথা  
ফাটিয়েছে কিনা কে জানে !



মাথা ফাটেনি তো ?--নাঃ, রক্ত  
নেই ! তবে লেগেছে খুব !

আহা রে !



ভয় পেও না, চলো, তোমাকে তোমার  
মায়ের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি । হাটতে  
পারবে তো ?

সোনা মেয়ে !



ব্যথা কমেছে ?



মিনিট কয়েক বাদে...

মা গো !

মিয়াকার !



উঃ, এই নরককুণ্ডের মধ্যেও  
মানুষ থাকে !

থাকে !



সুপ্রভাত !



মেয়েটিকে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাই । পথ  
হারিয়ে ফেলেছিল । আমাদের দেখে দৌড়ে পালাতে  
গিয়ে পড়ে যায় । আমরা ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলুম ।



তা বাবা ভালই করেছ । একটা টাকা  
দাও তো হাত দেখে তোমার  
ভাগ্যফল বলি

না না, দরকার নেই।



বাচ্চা মেয়েটির কপাল ছড়ে গেছে ।  
ডাক্তার দেখালে ভাল হয় ।

ডাক্তার দেখতে টাকা লাগে !  
পাব কোথায় ?



একটা টাকা দাও তো তোমার  
হাত দেখে দিই ।

না, না, দরকার নেই ।



ওরে বাবা ! এ কী !

সে কী ! খারাপ কিছু ?





ইশ! অধ্যাপক, ভাঙেটাঙেনি তো ?



হ্যাঁ, কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটা টুকরো !

সিঁড়ির ধাপ ভেবে...সেই জন্যেই তো ! এখনও সারানো হয়নি ! কবে যে মিস্তির আসবে ?



আমি তো স্যার লোকটাকে পরের পর ফোন করে যাচ্ছি...আসবে বলেও ছিলাম...

উঠ ও-ভাবে নয়, কীভাবে বলতে হয়



হ্যালো ?... হ্যালো ? মিঃ বোল্ট ?... কী বললেন, আপনি বোল্ট নন ?



না স্যার, আমি কটস, মাংসওয়ালার...হ্যাঁ স্যার...না স্যার !



হ্যালো ?...বোল্ট কথা বলছেন কি ?



হ্যাঁ...ওহ, হ্যাঁ স্যার...হ্যাঁ, আমি জানি...হ্যাঁ, আসলে হঠাৎ কাজের চাপে...হ্যাঁ, খুব ক্লান্তিকর...আঁ ? হ্যাঁ স্যার, সত্যি খুব ভয়ের...কখন ? ঠিক আছে, আমি আসছি স্যার...কালকেই ! হ্যাঁ, কাল প্রথমেই...আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন স্যার... ছাড়ছি তাহলে



কীভাবে কাজ হাশিল করতে হয় দেখলে তো নেস্টর ! একটু শুধু কড়া ভাষায়, বাস ! শুনলে তো, কালকেই আসছে লোকটা !

আগে সত্যি-সত্যি আসুক স্যার !



এবার একটা ছোট্ট ড্রিংক দরকার ! টাটকা হাওয়ার তেষ্টা পাচ্ছে বেশ ! সব ভাল তো চিনাচিনা ?

লন্ডন থেকে চ্যাংয়ের চিঠি এসেছে । ভাল আছে ও, তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ।



ছেলেটি কিন্তু চমৎকার !

হ্যাঁ, আর একটা চিঠি...কার চিঠি ভাবতেই পারবে না : বিয়াংকা কাস্টাফিওর !



বিয়াংকা কাস্টাফিওর ! হা ! হা ! হা ! মিলানিজের সেই প্রিয় নাইটিংগেল !

আ-আ-আ-আহ ! সুন্দরী রে... ৬৬



...তুলনাহীনা রে... রে-এ-এ-এ-এ

কী ব্যাপার, ঝড় উঠছে নাকি !



কী লিখেছে সুন্দরী ?

না, মেঘ কেটে গেছে ।



ভদ্রমহিলা কাল এখানে আসছেন !



কী সাজঘাতিক?--কাল??--এখানে?--  
তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ!!  
পড়ে দেখ না।



প্রিয় টিনটিন, অনেকদিন তোমার সঙ্গে--রুলার--  
প্রেস থেকে উদ্ধার--রুলার--তোমার সাদাসিধে  
বন্ধু মার্লিনস্পাইক হলের নেমস্তম্ভ--রুলার--  
আমি সত্যেরো তারিখে পৌঁছছি--অ্যা?



কী সাজঘাতিক?!--এখানে!?  
দুযোগ! দুবিপাক! কেলেকারি!  
আরে--সবশেষে তোমার  
জন্যেও দুটো কথা--



ক্যাপ্টেন বারটকের  
জন্য শুভেচ্ছা।



নেস্টর!

আসছি স্যার



নেস্টর, শিগগির ব্যাগটাগ  
গুছিয়ে দাও! ঘণ্টাখানেকের  
মধ্যে বেরিয়ে যাব আমি!

ভাল কথা--



বারটক নয় হ্যাডক!  
ওরে শ্রীমতী ক্যান্ট  
রয়লি!--হ্যাডক!



প্রতিবাদ করা মানে তো--  
ওহ্ কী বক্সটি!



উহ্--ভাঙ্গ সিঁড়িটা য় হোঁচ  
খেয়ে স্যার!



ওরে গোলমেলে টাইফুন--তুমি তো জানতে  
সিঁড়িটা ভাঙ্গ! আমিই তো তোমাকে  
কতবার সাবধান করে দিয়েছি!

অ্যা--হ্যাঁ স্যার--ডোরবেল  
বাজছে।



দডাম



একুনি যাব। আমার ব্যাগ  
গুছিয়ে দাও।



বেচারা চলে যাচ্ছে!  
ওদিকে যে আসার  
নয় সে আসছে--

ম-র-অ



তোমার টেলিগ্রাম টিনটিন! কে জানে,  
বিলাকো হয়তো আসছে না!



কী ব্যাপার?  
হ্যাঁ, ওঁর কাছ  
থেকেই এসেছে!









সিনিওরা, আপনার সঙ্গে ক্যালকুলাসের আলাপ করিয়ে দিই—



আহ ! আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে কী সৌভাগ্যের—আপনিই তো সেই মানুষ যিনি বেলুনে চড়ে সাংসৃতিক সব—



সিনিওরা আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি—এত বড় একজন শিল্পীর সঙ্গে—কী বিরাট শিল্পী আপনি—আপনার কৃতিত্ব—

আপনি কিন্তু আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন !



না না সিনিওরা, আমারও তাই ধারণা ! টিনাটিন প্রায়ই আপনার ছবির কথা বলে থাকে—কী সুন্দর ড্রয়িং, সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক কী দুর্দান্ত ব্যবহার ! আর আপনার সব পেট্রেক্টের সঙ্গে কী দারুণ মিল—

নেস্টর, সিনিওরাকে ওঁর মরটা দেখিয়ে দাও ।

দিচ্ছি স্যার ।



কী অনুগ্রহ আপনার—কিন্তু প্রথমে—ইর—ইরমা প্রিয় ক্যাস্টেন ড্রাইডকের সেই ছোট্ট জিনিসটা কোথায় ?

চ্যাক্সভে, এক্ষুনি নিয়ে আসছি আমি ।



ভেবেছিলাম—আপনার মতো একজন প্রবীণ নাবিক নিশ্চয়ই সমুদ্রে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে থাকেন—

আপনার মন সত্যিই কোমল, কিন্তু—



জানি আপনার খুব পছন্দ হবে—

এই যে ম্যাডাম ।



...মিটি এই পাখিটা আপনার সর্বকণের সঙ্গী হবে



আমি—সত্যি, কী দারুণ চমক ! অসাধারণ !—আর কিছুতে এত আনন্দ পেতাম না আমি ।

আহ ! আমি জানতাম



ইরমা, একে দাঁড়ে বসিয়ে দাও

দিচ্ছি ম্যাডাম ।

কথা—বলা পশুপাখি সহ্য করতে পারি না আমি ।



মালপত্তর নামানো হয়ে গেছে । এখানেই শ্রীমতী থাকছে—কাজে নেমে পড়া যাক এবার !







ক্যাপ্টেন, আমার লোকজন জানাল, কিছু জিপসি আপনার জমিতে...আপনি নাকি ওদের ডেকে নিয়ে এসেছেন... থাকতে দিচ্ছেন--সত্যি কি ?



সত্যি, ইমপেকটর। বেচারারা নোংরা জায়গায় থাকতে বাধ্য হয়--আমি তাই ওদের আমার জমিতে--



হ্যাল-ও-ও-ও !  
শুনতে পাচ্ছি !

হ্যালো ? অ্যা ? শুনতে পাচ্ছেন ? বেশ বেশ, আমিও পাচ্ছি । আপনি উদার প্রকৃতির, আপনার উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট । 'চূপ কর' বললেন কি ?



ননা, আপনাকে নয় ! আমি হতস্রাস্তা পাখিটাকে চূপ করতে বলছি, আপনি--



হ্যাল-ও-ও-ও !  
শুনতে পাচ্ছি !

ওহ্ ! আপনি এখনও পাখিটার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন--শুনুন, জিপসিদের ব্যাপারে আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন--তবে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, ওরা কিন্তু ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ !



ঝামেলা !... হা ! হা ! প্রথমে বনবেড়ালের কামড় খেলান, তারপর পাখিটার--পায়ে চোট--ওদিকে ক্যাস্টামিওর ইরমা আর তরুণ বিটোভেনকে নিয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে--আর কী ঝামেলা হতে পারে ! হা ! হা !--



একটু বাদে--  
মাক, কাজ শেষ : ওরা ওদিকেডেরা বাঁধছে।



উজবুকগুলোকে ঘেঁষা করি । ওরা সাহায্যের ভান দেখাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে অপছন্দ করে আমাদের--

ননা, এরা অমন নয় মাইক ।



গব্বর ! ভৌউউউ !

কী ব্যাপার ? কুটুস অমন করছে কেন !



ভৌ ! ভৌ !  
গব্বর ! গব্বর !  
কুটুস !...ওই ভৌ কুটুস !



?

ভৌ ! ভৌ !



কে ? কে ওখানে ?  
...দাঁড়াও !

ভৌ ! ভৌ !







ওরে বাবা রে !... উফ !...  
কী, কী হয়েছে ?



ওখানে...ঘরের মধ্যে...জানলার...  
একটা দৈত্য !



এখানে তো কিছু নেই  
সিনিওরা ! কিছু না !



কিন্তু আমি দেখেছি, পরিষ্কার দেখেছি...দৈত্য...  
ভূত...ইশ কী সাজঘাটিক...বিকট কান্না...চোখ  
দুটো জ্বলছিল ঠিক হিরের...



এইরে ! আমার  
গয়না ! ইরমা !  
আমার গয়না ? !



গয়না ঠিক আছে, এই তো  
এখানে !



ভুতুম-থুম  
ওহে যে ! আবার ডাকছে !



দৈত্যের ডাক ! শুনতে পাচ্ছ !  
কিন্তু ওটা তো পাখির  
ডাক...বুড়ো প্যাঁচটা  
ডাকছে !



ঠিক বলছ ? আর,  
ছাতের ওপর ওই  
পায়ের শব্দ ?  
ছাতের  
ওপর ?



হ্যাঁ...হাঁটার শব্দ...কে যেন হাঁটছিল  
...পরিষ্কার শুনেছি !  
অসম্ভব সিনিওরা ! ছাতে  
কেউ থাকে না, একটা শুধু  
ফাঁকা চিলেকোঠা...



কিন্তু আমি ভুল শুনিনি, পরিষ্কার...  
শুধু-শুধু ভয় পাবেন না  
সিনিওরা...মুমোহিত যান  
এবার ! জানলাটা বরং বন্ধ  
করে দিন !



পরদিন সকালে...  
সিনিওরা কাস্টাফিওরের  
জানলার নীচেটা দেখে  
আসি তো একবার— !



এই তো, এই  
জায়গাটা...



আরে, এ কী...



পায়ের ছাপ !.. জানলার ঠিক নীচে !.. উনি কি তা হলে ঠিকই বলেছেন ?



আইভিলতা ?



ননা, এ-গাছ শরীরের ভর সহ্য করতে পারবে না.. বাচ্চা হলে অবশ্য.. কিন্তু বেয়ে ওঠার চিহ্ন থাকবে তো তা হলে.. নীচের পায়ের ছাপটা আবার বড় মানুষের..



..কিন্তু কার ? সমস্যা.. বাড়ির কারও কি ?.. কাল যে দুটো লোককে তাড়া করেছিলাম, তাদের কারও ?.. যাযাবরের ?



কুটুস এদিকে, একটু ঘুরেফিরে দেখা যাক ।



ওদিকে কাদার ওপর পায়ের ছাপ থাকতে পারে । ওখানে ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে আনে ওরা ।



না, ওই পায়ের ছাপের সঙ্গে মিল নেই ।



?! ?!

ভে ! ভে !



চলে আয় কুটুস । আমাদের রসিক বন্ধুটিকে এখন আর দেখা যাবে না..



চলে যাচ্ছে । হা ! হা ! ছোকরা দ্বিতীয় দফার জন্যে অপেক্ষা করল না । ওর খবরদারি সহ্য হয় না একদম ।



ওহ্ ! তা হলে ওই যাযাবরটাই পাথর ছুঁড়েছিল.. কিন্তু কেন ?



আমাদের তো কোনও ব্যাপারে.. চল্ কুটুস.. বাড়ি চল্ ।



ডাক্তারের গাড়ি চলে যাচ্ছে : ক্যাপ্টেনের পা প্লাস্টার করার কথা । কিন্তু বাকি গাড়িটা.. কার ওটা ?



দেখা যাক...



আরে, মিঃ ওয়াগ! হ্যালো!

হ্যাল-ও-ও! শুনতে পাচ্ছি!

আরে, এসো-এসো!



এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আসলে রক বটম ইনস্যুরান্সের পক্ষ থেকে এক মক্কেল...। আমি আমাকে বললাম, "জলিয়ন, এদিকে এসেছ যখন পুরনো নাবিকের সঙ্গে দেখা করে যাও।" তা এসে দেখি বেচারি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে...



হ্যাং কী চিংকার! যাই হোক, ঢুকে ভালই হয়েছে। বলতে পারো, ভগবান পাঠিয়েছেন। ভগ্নহিলা ওঁর গত রাত্তিরের ঘটনার কথা বলছিলেন। কিন্তু শুনতে-শুনতে কী আবিষ্কার করলাম বলো তো? অবাক হয়ে যাবে তুমি...



ওঁর দামি গয়নাপত্রগুলোর বিমা পর্যন্ত করানো হয়নি! কী সামাজিক ব্যাপার বলো তো?



গয়নার দাম আবার হাজার-হাজার টাকা...ওঁর কাছে মহামূল্যবান একটা পান্নাও আছে...পূর্বদেশের একজন দিয়েছে...কে এক মাজুরি না...

মহারাজা...গোপালের মহারাজা!



হ্যা-হ্যা, ঠিকই। তবে ছোট্ট ওই জিনিসটার বিরাট দাম...এবার বলুন, একটা গানের বিনিময়ে কী পান? ভাববেন না আমি সঙ্গীতের বিরুদ্ধে...তবে সত্যি কথা বলতে কী, ওঁর চাইতে আমার কাছে



একটা গয়নারও বিমা নেই। তা, আমি বললাম কি, "আপনার গয়নাগাটির একটা লিস্টি ফেলে দিন, জলিয়ন ওয়াগ সবকিছুই বিমা করিয়ে দেবে চটপট!"

একটু ভেবে দেখার সময় দিন মিস্টার ব্যাগ!



ননা, আর ভাববেন না, আমি পলিসি নিয়ে দু-এক দিনের মধ্যেই হাজির হচ্ছি। বিদায় দিন। আপনার সঙ্গে আলাপ করে কী যে ভাল লাগল!



লর্ড নেলসন, আপনার জায়গায় আমি থাকলে কিন্তু ওই ভাঙা সিঁড়িটা সারিয়ে নিতাম।

মিস্ত্রির জন্যে অপেক্ষা করছি এখন।



ডং ডং ডং

ওই এল বোধহয়।



এটা কি হ্যালিবুটের বাড়ি?

না, হ্যাডকের। কেন?





সাবাদিকরা ! মরলেও এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না...তবে উপায় তো নেই...একেই বলে ব্যক্তির বিড়ম্বনা !

আপনিই তো বলেছিলেন সাক্ষাৎকার দেবেন না...



তা ঠিক, কিন্তু 'প্যারিস-ফ্ল্যাশ'-এর কথাই আলাদা। এটা 'টেম্পো দি রোমার' মতো বিচ্ছিন্নি কাগজ নয় শিল্পীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা বোধ নেই...সেই জনা ওদের কাছেই আসতে দিই না



যাই ওয়াগনারের সঙ্গে বাজাতে হবে... বাই-বাই...মিষ্টি পাখিটাকে আপনার পাশে রেখে যাই, কেমন ?



ওরে কোকিল, থাম এবার !



রিরিরিংরিরিরিং  
রিরিরিং

হালো ? হালো ?  
শুনতে পাচ্ছি !



না মাদাম, আমি কটিস-কশাই নই। এটা রং নাম্বার।

রিরিরিং  
রিরিরিং



ওরে তোর চেলামেলি থামাবি এবার !

শুনতে পাচ্ছি !



আপনার কথাও কানে ঢুকছে আমার। এ-ভাবে অসভ্যের মতো কথা বলার সাহস পান কোথেকে ! হান্সারাম কোথাকার !



আরে শুনুন-শুনুন...আপনাকে নয়, পাখিটাকে বলছিলাম ! হালো ? হালো ?



তোর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ুক ! একেবারে শেষ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ...



কটাশ !



পাখিটাকে জলে ডোবাবো ! গলা টিপে মারো...না হলে আমি কিন্তু খেপে যাব !



টিনটিন, ভগবানের দিবি, আমার জন্যে কিছু-একটা করো। একটা অন্তত ইনভ্যালিড চেয়ার এনে দাও। বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারব। না হলে আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব !

দেখছি !



কপাল খারাপ ! গানের চর্চা চলছে। অপেক্ষা করতে হবে।

পরদিন সকালে...

হ্যাঁ, বুঝতে পারছি...কিন্তু উপায় ছিল না। কবরের একটা ফলক তৈরি করতে হল: জরুরি কাজ। অ্যা? আপনারটাও জরুরি: হ্যাঁ, জানি...কাল সকালে প্রথমেই আপনার ওখানে...হ্যাঁ, যাবই।



কাল সকালে না এলে অন্য কারও খোঁজ করতে হবে...



ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!



এই নিন আপনার নতুন রেসিং কার।



আহ! বান্দিশা ঘুচেছে!



চমৎকার...অধ্যাপক দেখছি গোলাপচর্চা করছেন...



ইতিমধ্যে

ওহ, প্যারিস-ফ্যাশ! আসুন-আসুন। সিনিওরাকে খবর দিচ্ছি।



এই যে অধ্যাপক, সকালেই কাজে নেমে পড়েছেন?

ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আর আপনি? পা কেমন?



খুব একটা খারাপ নয়!...যাকগে, পা ভাঙেনি, বাঁচোয়া...ভাঙলে কেলেঙ্কারি হত!

তাগু? ছায়ায় লাগতে পারে, রোদ্দুর তো বেশ চড়া!



বিরিট খবর ক্যাপ্টেন—কিন্তু কথাটা যেন আমাদের মধ্যেই থাকে—আমি সম্পূর্ণ নতুন জাতের একটা গোলাপ বানিয়েছি।

বাহ! চমৎকার!...এ তো রকেট বানাবার চাইতেও বড় খবর...



না-না, সাদা! ধপধপে সাদা! মজোর মতো, ঝকমকে! আকারও নিখুঁত! আর কী গন্ধ—অসাধারণ!

ভাল খবর অধ্যাপক, অভিনন্দন!



উঃ!

নাম? আহ! ভাবতেই পারবেন না আপনি...



কে ? কে আওয়াজ করল ?

একটা মতলব এসেছে—একে অনুশ্রেরণাও বলতে পারি ।



কে, কে ওখানে ! দাঁড়াও !

গাধা কোথাকার ! তুই কি বোলতার চাকে পা রেখেছিলি ?



যা বলছিলাম, আমার বানানো গোলাপটার রং সাদা । এবার বলুন, সাদাকে ইতালীয়তে কী বলে ?



বিয়াকো—অবশ্যই বিয়াকো ! বুঝতে পারছেন ?

বিয়াকো ! বিয়াকো ! কিন্তু ওই বাদর গুলো কারা, খরগোশের মতো উকি মারছিল ? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে ।



হ্যাঁ, বিয়াকো, আমাদের উজ্জ্বল অতিথির মতো । গোলাপের নাম দেব 'বিয়াকো ক্যাস্টাফিওর' । দারুণ হবে না ! কী মনে হয় আপনার ?

জানোয়ার কোথাকার ওদের মতলব খারাপ ছিল নিশ্চয়ই !



পৃথিবীর কেউ যেন না জানে এখন...এ-নিয়ে একটাও কথা নয়...মস্ত চমক দেব সবাইকে ।

কী ?...কোনটা ?...চমক ?... কার জন্যে ?



ওই কথাই থাকল, ঠিক তো ?...আপনাকে বিশ্বাস করেছি—এটা শুধু আমাদের মধ্যে থাকবে ।



বাগানে উটকো লোক... ব্যাপারটা কী ?



আরে, কে বসে আছে ওখানে ? ও আচ্ছা...



ইরমাআআআ

?



ইরমাআআআ !

যাই দিদি !



তমি কোথায় ইরমা ?

এই তো এখানে আসছি ।

লুকিয়ে পড়ো !



ক্যাপ্টেন হ্যামককে দেখেছ ? ওকে এফুনি দরকার ।

!











ইরমা-আ-আ  
ইরমা-আ-আ

যাই  
মাদাম



ওহ্ তুমি ! কী বিচ্ছিরি ব্যাপার...  
আমার নেকলেসটা ছিড়ে গেছে



ঘাবড়াবেন না  
সিনিওরা, আমি সব  
পাথর কুড়িয়ে দিচ্ছি !



এতক্ষণে হাজির হলে ! কয়েক ঘন্টা  
ধরে চোঁচিয়ে যাচ্ছি। এসে মুক্তো  
কুড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল!



আমার ছোট্ট বন্ধু, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ !  
নেকলেসটা কিন্তু খুব একটা দামি নয়...ঝুটো  
মুক্তো। এটা পেয়েছি ট্রিস্টান বিয়ারের কাছ  
থেকে। যে যাই বলুক, বিয়ার কিন্তু বিয়ারই !

হ্যাঁ, মানে...  
ঠিকই!



ক্যাপ্টেনের নাকের অবস্থা  
কেমন, দেখা যাক এবার !



ক্যাপ্টেন, ভাববেন না আপনার ওপরে  
চটে গিয়েছি ; আমার গোলাপের কথা  
ওদের বলেছেন কেন ?

আপনার গোলাপ ?



আপনার গোলাপ ! গোলাপ নিয়ে বকাবকানি  
থামাবেন এবার ! যত্ন সব ! আমার মুখে ওটা  
চেপে না ধরলে আমার নাক এমন পেলায়  
চেহারা স্ত্রবেরির মতো হয়ে উঠত না !

ননা, সাদা !



আচ্ছা মাদাম, আপনি এমগ্রয়ডারির  
কাঁচিটা দেখেছেন...জানেন তো  
ওটা সোনার তৈরি...

ওটা কি আমার দেখার কথা ?  
তোমার জিনিসপত্রে নজর রাখা  
আমার কাজের মধ্যে পড়ে না !



ননা, আমি ও কথা বলতে চাইনি  
মাদাম...তবে অবাক কাণ্ড ! আগের  
বার আপনি আমাকে ডাকার সময়  
ওটা ছিল, কিন্তু ফিরে গিয়ে আর  
পাইনি !



পেয়ে যাবে ঠিক...এখানে আবার কাঁচি  
চুরি করতে যাবে কে ?

তা ঠিক, মাদাম !



ইতিমধ্যে...

সোনার তৈরি ছোট্ট কাঁচি...দেখতে দারুণ না  
মাইকাকাবু?

হ্যাঁ, দারুণ !



তিন দিন বাদে...



হ্যালো, মিস্টার বোর্স্ট ?...ওহ !  
আপনি মিসেস বোর্স্ট...



হ্যাঁ...আচ্ছা, হল থেকে বলছেন...আঁ...  
না, উনি তো সকালে উঠেই বেরিয়ে  
গেছেন...প্রথম কাজ...আঁ...আপনার  
কাছে যাবেন বলেছেন...আমি ঠিক  
জানি না...এলে বলব...  
অবশ্যই বলব সার...



কাল না এলে আর  
কাউকে ডাকব...



বিবিরিং ?



হ্যালো, আমাদের পুরনো  
জাহাজি নাকি ?...জলিয়ন  
বলছি...অভিনন্দন !...মহা  
চলু, পুরনো বন্ধুকে বোকা  
বানিয়ে  
দিলে !...



বোকা বানিয়েছি ? আমি ?  
...কিছু বুঝতে পারছি না  
...কী বলতে চাইছ তুমি ?



হা ! হা ! হা ! এখনও চালাকি  
...ঠিক আছে...ভেবে যাও এখন ।  
আসলে আমি তোমাকে সবার  
আগে অভিনন্দন জানাতে  
চেরেছিলাম ।  
কিন্তু...



তোমার ক্যাস্টাফিওরকে বিমার ব্যাপারে  
এখন কিছু করতে বারণ কোরো...আমাকে  
একটু বাইরে যেতে হচ্ছে, তবে আমি ভুলিনি  
...ফিরে এসেই...ঠিক আছে বুড়ো ঘোড়া...  
ছাড়ছি...আর একবার  
অভিনন্দন ! ক্লিক

আমি...



অভিনন্দন !...কী আবেল  
তাবোল  
বকে গেল...



যাকগে, গুলি মারো ! এবার একটু নিশ্চিন্তে  
পাইপ টানতে-টানতে কাগজটাগজ পড়া যাক ।



ডং

কে এল আবার ?



আপনার একটা টেলিগ্রাম, সার ।

টেলিগ্রাম ?



যত্ন সব বুটঝামেলা ! ব্যাপারটা কী ?







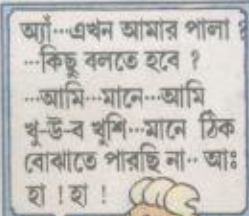








শব্দ ঠিক আছে!



আঁ...এখন আমার পালা...  
...কিছু বলতে হবে?  
...আমি...মানে...আমি  
খু-উ-ব খুশি...মানে ঠিক  
বোঝাতে পারছি না... আঃ  
হা! হা!



শব্দ ঠিক আসছে!



শব্দ চালু!

শুরু করো!

ক্যামেরা চালু!



বাঃ! সিনিওরা, এবার  
আপনাকে কিছু  
বলতে হবে!



ঠিক আছে। তৈরি থাকো।  
এবার সব চূপ



CLACK



নমস্কার, দর্শকবৃন্দ! আজকের সম্রাটটি বিশেষ  
ভাবে স্মরণীয়। এখন আমরা আপনাদের বিখ্যাত  
গায়িকা "মিলানের নাইটিংগেল" বিয়াংকা  
ক্যাস্টাফিওরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি...



সিনিওরা...আপনার মাল্টিস্ক্রাইকে আসবার  
কারণ জিজ্ঞাসা করাটা কি অশোভন হবে?



...এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে  
(প্রসঙ্গত বলে রাখি, সেখানে দারুণ  
হইচই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।  
আমি জানিতাম ক্যাপ্টেন বালজাক...



আর তাঁর বন্ধুরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন,  
তাই বিনা দ্বিধায় এখানে চলে এলাম...

সে কী! তোমরা টেলিভিশন বসিয়েছ  
... তিন-তিনটে সেট! ...আর আমাকে  
সে-কথা একবারও বলোনি?!!



আরে! ...এতো সিনিওরা কাস্টাফিওর  
হ্যাঁ...হ্যাঁ...ঠিক তাই! আশ্চর্য! ওঁকে  
খবরটা এক্ষুনি দেওয়া দরকার!



ওঁর এটা দেখা দরকার। হ্যাঁ,  
ওঁকে এটা দেখতেই হবে!

প্রোফেসর!  
প্রোফেসর!!  
ওখানে যাবেন না  
শুটিং চলছে।



ই-ই-ক!



যাক বাবা, ভিতরে তো ঢুকেছি!

ওই ফ্লাড-লাইট সিলিং পর্যন্ত যাবে।

আমি বরং বাঁকিয়ে দিচ্ছি...এটা টেলিফোনকর্ডিং এবং সেই সঙ্গে ছবিও তুলছি



বুঝেছি...বসলে বোধহয় আর একটু স্বচ্ছন্দে কথা বলা যেত...



ঠিক বলেছেন...আমি প্রথম দৃশ্যে এসে দু-চার কথায় আপনার পরিচয় দেব। তারপর আমি প্রথম প্রশ্ন করলে আপনি ক্যামেরায় আসবেন। এর পরে আমার কথা শুনবেন যখন 'শেষ' বলব।

বাঃ!



এই দৃশ্যের পরে আমি জিজ্ঞেস করব আপনি অনুগ্রহ করে গান শোনাবেন কি না...দর্শকদের জন্য বিশেষ কোনও গান...

স্বাভাবিক, সানন্দে।



ধন্যবাদ। দ্বিতীয় দৃশ্যে আপনি পিয়ানোর দিকে এগিয়ে যাবেন, সেখানে আপনার সহযোগী থাকবেন, আপনি গাইবেন...কী গাইবেন, সিনিওরা?

আচ্ছা 'ফাউস্ট' থেকে জুয়েল সঙ গাইলে কেমন হয়?



চমৎকার...এরপরে কয়েকটি কথায় ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ করব।

শুধু এই!



আ্যান্ডি, আমরা তৈরি...তুমি?

সব ঠিক? শুধু স্বরটা পরীক্ষা করব, তা হলেই হয়ে যায়।



জিম, মাইকটা নাও। ওটা ছবিতে আছে...

আমার কথা ভুলে যান। এটা শুধু একটা লাইটমিটার



চমৎকার...সব ঠিক আছে? চূপ...শব্দ চালু

ক্যামেরা চালু



দর্শকবৃন্দ,নমস্কার। আজ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপহার দেব। আপনাদের বিখ্যাত গায়িকা বিয়াংকা ক্যাস্টাফিওরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি...

এখন পর্যন্ত সব নিখুঁত ভাবে চলছে!



ইরমা-আ-আ ! আমার গয়না ! শিগগির উপরে যাও !

যাচ্ছি, মাদাম !

কুটুস, নইলে কেউ তোকে মাড়িয়ে দেবে !

ভে !



সর্বনাশ ! আমার গয়না !

ব্যাপারটা কী, সবাই অন্ধকারে এদিক-ওদিক ছুটছে কেন... যাচ্ছ কোথায় ?

ধক ধক ধক

নডাম

ওটা সামনের দরজা ! কুটুস, চল তো দেখি !

ভে !

গাড়ি চুকবার রাস্তা দিয়ে কেউ পালাচ্ছে !... আরে, ও তো ফোটোগ্রাফার !

বড্ড দেরি হয়ে গেছে ! আর ধরা যাবে না !

ভে ! ভে !

আ আ হ !

আ আ হ

মাক, আলো জ্বলেছে !

কী হয়েছিল, নেস্টর ?

ফিউজ বিগড়েছিল, মিঃ টিনটিন ?

এদিকে...

বস খুশি হবেন !

সর্বনাশ, মাদাম !

ধূপ

আবার সেই হতছাড়া সিড়ি !

আপনার গ-গ-গয়না !

কী হয়েছে, ইরমা ?

আপনার গ-গ-গয়না মাদাম... আপনার গয়না !

দোহাই তোমার, কী হয়েছে খলে বলো !

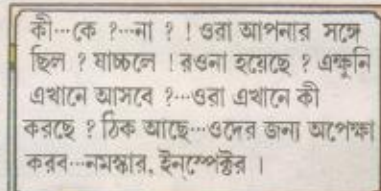
নেই, মাদাম !...সব গেছে !... গোঁ-ও-ও-গোঁ-ও-ও !

সর্বনাশ !!

আঁ আঁ আঁ

আঁ আঁ আঁ

জলদি ! জলদি !







তুমি বলছ কিউজ গিয়েছিল  
... মানলাম ... কিন্তু তুমি  
নিজের চোখে ব্যাপারটা  
দেখেছিলে ?...



না, সেলার থেকে উঠে এসে  
নেস্টর আমাকে বলেছিল ।

নেস্টর ? ... সেই  
বটিলার ? ... বাহ !

বাহ !



নেস্টর, এককালে যে  
জোস্টোর বার্ডভাইদের  
দলে ছিল... খাসা চরিত্র !

তুমি ভাল করেই জানো ওই  
ওগুলোর বিচারের সময়  
প্রমাণ হয়েছিল যে, ওদের  
কাজকর্মের কথা নেস্টর  
কিছুই জানত না ! তবু...



নিকুচি করেছে তবু-র,  
নেস্টর বিলকুল  
নির্দোষ । বারণ করে  
দিচ্ছি, খবরদার ওকে  
সন্দেহ করবে না !



ঠিক আছে, সে পরে দেখা যাবে  
তৎক্ষণ মামুলি প্রশ্নগুলি শেষ  
করে নেওয়া যাক ।

চমৎকার ! আমার  
সঙ্গে এসে ।



সাবধান, চতুর্দিকে তার ছড়ানো  
আছে...

জানি !



জনসন আর বনসন, বেসরকারি গোয়েন্দা ।

কেউ বাইরে  
যাবেন না !



আর ইনি সিনিওরা কাস্টাফিওর । দেখা  
যাচ্ছে ওর জ্ঞান ফিরেছে ।



আঃ, মিলানের সেই সুধাকস্মী কাস্টাফিওর...

সিনিওরা !

চমৎকার !



ম্যাডাম, আমরা আপনার সেই ভয়ঙ্কর  
ক্ষতির ব্যাপারটা জট পাকাতো... মানে  
অনুসন্ধান করতে এসেছি...

সংক্ষেপে  
বলতে গেলে...

বলুন, বলুন ।



ম্যাডাম, একটা কথার জবাব  
দিন : গয়নাগুলো কোথায়  
খোলা... মানে তালা দেওয়া  
ছিল ?

দোতলায় আমার ঘরের দেয়ালে  
ছিল... হায়, হায়, আমার এমন  
সুন্দর গয়না !



জীবিত অথবা মৃত ওগুলো আমরা খুঁজে  
বের করবই । সব এলোমেলো করে  
দেওয়াই আমাদের নীতি... ভাল কথা,  
আপনার গয়না পুরোপুরি বিমা করা ছিল ?

হায়, হায়, না,  
মশাইরা...



মিঃ সোয়াগ বলেছিলেন  
সব ব্যবস্থা করে দেবেন...

সোয়াগ ? ব্যবস্থা করবে ? কী  
ব্যবস্থা করবে ? ম্যাডাম, এটা  
কি ষড়যন্ত্র ?









ছুতুম থুম

একটা পেচা ! বাব্বা, কেমন চমকে উঠেছিলাম !



কুটুস, চলে আয় !



তিনদিন পরে...

হ্যাঁ... হ্যাঁ... জানি, মানে... হ্যাঁ একটা বিয়ে ছিল... এই... আমার সৎবোনের জ্যোতি-ভাই... কাল সকালে আপনার ওখানে যাব... হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি... সার... রাখছি সার ।



কাল না এলে আমি... আমি... দূর ছাই, কী করব তা জানি না... তবে আমি এসব সহ্য করব না !



বিনাত



না, আমি এসব সহ্য করব না ! বলে দিচ্ছি আমি এসব সহ্য করব না !



আমি ওদের আদালতে নেব ! ... হাজতে পুরব ! অসহায় দুর্বল মহিলাকে নিয়ে ঠাট্টা !

সিড়ি সামনে !



জানি !... এটা দেখুন ! কী লজ্জার ব্যাপার ! অসম্মানজনক ! জঘন্য ! তবে আপনাকে বলে দিচ্ছি ওরা পার পাবে না ! ... এটা দেখুন !



LA DIVA E IL PAPPAGALLO  
In questo numero  
alle pagg. 8-9-10



কিন্তু ব্যাপারটা কী ? ... মোটেই খারাপ নয়, ওই ফোটেটা...

খারাপ নয় ! ... খারাপ নয় ! একথা বলতে পারলেন ? জঘন্য আমি বলছি জঘন্য !



জঘন্য ? আমার তেমন মনে হচ্ছে না... বরং মনে হচ্ছে ফোটার সঙ্গে চেহারার খুব মিল আছে !



চমৎকার ! ... পাজিদের সাফাই !... ওরা নচ্ছার ! যত সব পাজি, বদমাশ, টুচোর দল ! ... সীমা ছাড়িয়ে গেছে ! এটা কেবল মিলের প্রশ্ন নয় ! ... তার চেয়ে ঢের... ঢের খারাপ !

তার চেয়ে খারাপ ? কী বলতে চাইছেন ?





এখানেই শেষ।



এই যে ম্যাডাম। অবাক কাণ্ড! এককুনি মেঝের ওপর এই পত্রিকাটা পেলাম... আর বলুন তো কার সুন্দর মুখের মিল রয়েছে এর মলাটের ছবিতে? দেখুন!



আমি জানি প্রোফেসর ক্যান্ডিফুস! আমি জানি! দয়া করে ওকে মিল বলবেন না!

মিল নয়?... অসাধারণ মিল... আর তোতাটা... মনে হচ্ছে যেন...



...রসিকতা উপভোগ করছে... একটু দাঁড়ান...



এইসব নয়... দাঁড়ান, ভিতরে আর কিছু পাতা আছে। একটু দেখতে দিন...

আহ চেসটার!



এতক্ষণে তোমার সময় হল? দশ মিনিট আগে ঘণ্টা বেজেছে! তোমার কি ধারণা তোমার হয়ে আমি দরজা খুলে দেব?

এবার দেখা যাক...

কিন্তু...



একটু দাঁড়ান, ম্যাডাম... মনে হয় পেয়েছি... হ্যাঁ, এই তো...



!?

এই দেখুন...!



আমি দিবা করে বলতে পারি...



দিন বয়ে চলে...

পরদা! পরদা! পরদা মেলাও!



...শেষে একদিন...

পরদা! পরদা!



সর্বনাশ! আমার গয়না!

এই সেরেছে!... মহিলা আবার গয়না হারিয়েছেন!

!?



খুন!

শুনেছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ... চিন্তা নেই। দু-এক মিনিটের মধ্যেই উনি ফের পেয়ে যাবেন।



আমার পামা!

আবার কেউ ভাঙা সিঁড়িতে পা হড়কাল!

?





আমার বুঝতে বেশি ভুল না হয়ে থাকলে এখন সিঁড়িতে যে আছাড় খেল সে চোর !



হ্যালো ? হ্যাঁ আমি...জনসন...সুপ্র... অ্যা...কী বললেন...চুরি... ? একটা পাম্পা ? সিনিওরা কাস্টাফিওর কি নিশ্চিত যে এবার ওটা সত্যিই চুরি হয়েছে ?

ভাল প্রশ্ন ।



ভয় হচ্ছে সত্যিই চুরি হয়েছে !



বেশ...মহিলার কপাল ভাল । তোমাকে বলতে বাধা নেই উনি যদি বুন্দো হাঁস তাড়াতে আমাদের আবার মার্লিনস্পাইকে নিয়ে যেতে চাইতেন তবে আমরা যেতাম না !

কিছুতেই না !



আধঘণ্টা পরে...

মোন্দা কথা হল, চুরিটা যদি বাড়ির কেউ করে থাকে তা হলে সন্দেহভাজন মাত্র ছ'জন ; ইরমা, ওয়াগনার, নেস্টর, ক্যালকুলাস, টিনটিন এবং ক্যাপ্টেন, আপনি নিজে ।

আপনি বলতে চাইছেন.... !



দাঁড়ান !...আমাদের তালিকা থেকে তিনজনকে সরাসরি বাদ দেওয়া যায়: আপনি, কারণ হুইলচেয়ারে বসে আপনি উপরতলায় যেতে পারবেন না; টিনটিন যে আপনার সঙ্গে ছিল ; এবং ওয়াগনার : সে মেরিটাইম গ্যালারিতে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল ।

ওকে যদি বাজানো বলেন...



বাকি রইল ইরমা, নেস্টর আর প্রোফেসর...

এই তিনজনের মধ্যে একজন চোর ?... আপনার মাথা নিশ্চয় খারাপ !



অন্তএব আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করব

ঠিক আছে । আমি নেস্টরকে পাঠাচ্ছি । তবে অবধা সময় নষ্ট করছেন ।



আমি কোথায় ছিলাম ? বাগানে, প্রোফেসর ক্যালকুলাসের কাছে । উনি গোলাপ গাছ ছাঁটছিলেন... আমি বেগনিয়ায় জল দিচ্ছিলাম ...তখনই চিৎকার শুনে জানালা দিকে তাকালাম...

স্বীকার করছ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে সেখান থেকে জানালা দেখতে পাচ্ছিলে ?



নিশ্চয় সার...তারপরে যখন চিৎকার চলতে থাকল, আমি জলের ঝারি ফেলে দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে যাই...

তুমি তাড়াতাড়া বাড়ি পৌঁছতে চেয়েছিলে, তাই না ?...যাও, ক্যাপ্টেনকে বলো ইরমাকে পাঠিয়ে দিতে ।



ইঁহু...আমি আমার ঘরে বসে সেলাই করছিলাম...ইঁহু...হুঠাং মাদামের কান্না শুনে...ইঁহু...ওঁর ঘরে ছুটে যেতেই...ইঁহু...উনি ইঁহু...অজ্ঞান হয়ে আমার কোলে...পড়ে গেলেন... ইঁহুউ

আচ্ছা



মাদাম আমাদের বলেছেন, উনি বাথরুমে মিনিট-পনেরো ছিলেন । আপনি গুর স্বভাব জানতেন, কাজেই চুপিচুপি গুর ঘরে ঢুকে পাম্পাটা হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবার অথবা জানালা দিয়ে কোন সাহায্যকারীর...যেমন নেস্টর...কাছে ফেলে দেবার সুযোগ ছিল...তাই না ? কবুল করুন !



ইহইহক !

বাঁচাও !

টিনটিন ! বাঁচাও !







আর ইরমা যদি কাজ ছেড়ে দেয়, এইরকম অপমানের পরে দিতেই পারে, তা হলে কি আমাকে নতুন কাজের লোক জোগাড় করে দেবেন ? আর সে বেশি মাইনে চাইলে বাড়তি টাকাটা কি আপনারা দিয়ে দেবেন ?  
...বলে দিচ্ছি আপনারা যদি ইরমার কাছে ফরমা না চান...



...আমি এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব ! ক্যাপ্টেনকে বলে দেব !  
দেখছেন, অগ্নিকোণ নির্দেশ করছে।



হ্যাঁ...কী যেন বলছিলুম ?...  
বুঝতে পেরেছেন, আমি কারও নামে অভিযোগ করছি না। নিতান্তই পেণ্ডুলামটা ওদের ডেরার দিকে নির্দেশ করছে...



ডেরা ? আপনি কী বলছেন ?

মাফ করুন ! আপনাদের ওখানে যেতে দেব না ! ওরা সত্যিকার যাযাবর আপনাদের যেমন চিনি ওদেরও তেমন চিনি !



তোমার বন্ধু ক্যালকুলাস ওর মাথায় কি...মানে...একটু ইয়ে আছে ? সারাক্ষণ এক যাযাবরের ডেরার কথা বলছে !

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।  
কাছেই যাযাবরের একটা ডেরা আছে।



সত্যি বলছ ?...এটা আগে বলোনি কেন ? কোনও সন্দেহ নেই এটা ওদের কাজ !

কিন্তু শোনো, তোমাদের হাতে কী প্রমাণ আছে ?



প্রমাণ ? সে আমরা জোগাড় করব !...এই ধরনের লোকেরা স্বভাবচোর ! নষ্ট করবার মতো সময় নেই, ওদের ডেরায় নিয়ে চলো !

ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওরা যাযাবর বলেই ওদের সন্দেহ করবার তোমার কোনও অধিকার নেই।



ওখানে এখনও ওদের দেখা পলে অবাক হব। কাজ বাগিয়ে ওরা নিশ্চয় পালিয়েছে।

আমার তা মনে হয় না !



তাবু কোথায় ?

অ্যাঁ !

তা হলে ?



ওরা...ওরা চলে গেছে !...কিন্তু আমি যে কাল রাত্তিরেও ওদের দেখেছি...

আমি কী বলেছিলুম ? ওরা কেটে পড়েছে !

বেশি দূরে যেতে পারেনি।



...সব টহলদার পুলিশ সাবধান...একদল যাযাবরকে আটকাও। ওরা কয়েক ঘণ্টা আগে মার্লিন-স্পাইক ছেড়ে রওনা হয়েছে...কোনদিকে গেছে জানা যায়নি...



দু দিন পরে...

"কাস্টাফিওর-পান্না চুরির তদন্ত চলছে..." ইত্যাদি...আহ! "চুরির সময় যে-যাযাবররা মালিনিম্পাইকের কাছে তাঁবু খাটিয়ে ছিল, তারা পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করছে। সদর দফতরের জনৈক মুখপাত্র এ-বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন"  
...আচ্ছা!



আহা, বেচারারা...  
আমি ঠিক জানি  
ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ



আমিও জানি।  
ওদের জন্য নিজের  
জীবন পণ রাখতে  
পারি...

টিনটিন! ক্যাপ্টেন! আমার প্রিয় বন্ধুরা!...  
দুর্ভাগ্য আবিষ্কার! দু-দাঁ-স্ত! এই মুহূর্তে  
আমি একটা টেলিভিশন-সেট আবিষ্কার  
করলাম!  
আপনি চিরকালই পৃথিক্তং!



অবশ্যই রঙিন টেলিভিশন। সেদিন  
টেলিভিশন সেটগুলি দেখে নিজের মনে  
ভাবলাম ছবিগুলি শুধু সাদা-কালোয়  
এটা বড় আপসোসের কথা!



আপনি কি জানেন এর  
মধ্যেই কেউ...

মোটাই না, এটা কেবল একটা  
কলাকৌশলের প্রয়। এবার মন দিয়ে  
শোনা...। ছোট পরদায় লোকগুলিকে  
সাদা-কালোয় দেখতে পাও, তাই না?  
কিন্তু স্টুডিওতে? সেখানে কী হয়?



স্টুডিও? মানে...

তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে যে, স্টুডিওতে  
ছবির বিষয়গুলি সবই রঙিন...আমার যন্ত্রের  
কাজ হল এই রংগুলি ফিরিয়ে আনা...কী  
করে?... কী করে?...মোটামুটিভাবে বলতে  
গেলে সাধারণ টেলিভিশন সেট আর বিশেষ  
একটি পরদার মাঝখানে রঙিন ফিলটার ঢুকিয়ে  
দিয়ে...আমি একে বলি "সুপার-ক্যালকালার"।



দারুণ ব্যাপার!

তোমার তাই মনে হয়?...বিনয় করেও  
বলছি আমার নিজের মন্তব্যও হবে:  
অসাধারণ! আমার আবিষ্কার অবশ্যই  
তোমরা নিজেরা যাচাই করে দেখবে।  
আজ রাত্তিরে ওদের বিখ্যাত অনুষ্ঠান  
'স্ক্যানোরামা' আছে। তোমরা আমার  
সঙ্গে দেখবে?



সেদিন বিকেলে...

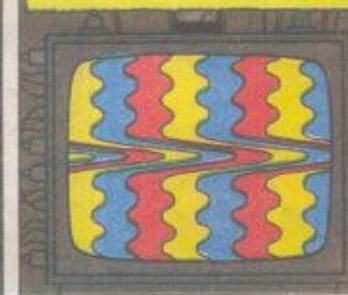
তোমরা সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে থাকো!  
এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসছে!



আজ রাতে... ডিং স্ক্যানোরামা...  
ডং আপনাদের সামনে নিয়ে...



...আসছে তিন মহাদেশের উল্লেখযোগ্য  
খবর। আমাদের ভ্রাম্যমাণ ক্যামেরা



নিম্নে এসেছে জোহোদে অনুষ্ঠিত ২১শ তাশিস্ট  
পার্টি কংগ্রেস, তুবারমানবের গোপন জীবন  
এবং মালিনিম্পাইকে গয়না চুরির খবর...



কী  
আশ্চর্য...

কাকতালীয়  
ব্যাপার!

অবাক  
কাণ্ড!

জোহোদে ২১শ তাশিস্ট পাটি  
কংগ্রেসে এক অসাধারণ হিংসাত্মক  
ভাষণে মার্শাল কৃতি তাশ বলেছেন...



ছবি তেমন স্পষ্ট  
হচ্ছে না, কিন্তু  
আমি ঠিক করে  
দিতে পারি...



ডিগাডগ ডিগা-ডিগা-ডগ ডিগা-ডগ-ডগ  
ভাগো ভাগো ভাগো ভাগো ভিগা ডগ

আগের থেকে  
ভাল, তাই না ?



এবার শব্দ !

ঠিক আছে, না ?

শব্দ ! বজ্র-  
পাত ! বাজ্র-  
বাত ! শব্দ  
ঠিক করো !



এইযা ! একটা ভাল্ড গেছে !  
বদলাতে সময় লাগবে না...



দশ মিনিট পরে...

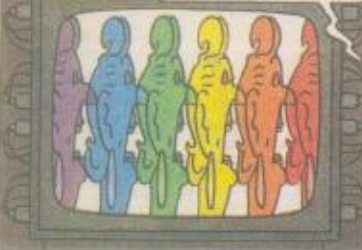
এই তো ! ঠিক  
হয়ে গেছে !



ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ । আপনারা  
জানেন ইতালির বিখ্যাত গায়িকা বিয়াংকা  
কাস্টাফিওর বর্তমানে এদেশে আছেন...



সুন্দরী ♪ লো সুন্দরী ♪ তুলনাইনা  
সুন্দরী  
আমার গলা ? উঃ,  
কী সাঙঘাতিক !



ঐতিহাসিক মার্লিনস্পাইক হলে দুঃসাহসিক  
ডাকাতির ফলে সঙ্গীতসম্রাজ্ঞীর একটি  
অমূল্য পান্না রহস্যজনকভাবে উধাও  
হয়েছে !



আমাদের এক প্রতিবেদক তদন্তকারী  
অফিসার জনসন আর রনসনের সঙ্গে  
দেখা করেছিলেন । তাঁরা কী বলেন শুনুন...



না, আমাদের মুখে কুলুপ । আমরা কাকে  
সন্দেহ করি সে-কথা বলা যাবে না, তবে  
এ-বাড়ির কেউ নয় । জানেন তো আমাদের  
মুখ বন্ধ...



হ্যাঁ, আমাদের নীতি হল 'বোবা সেজে  
থাকো' । তাই প্রথম থেকে যাবারদের  
সন্দেহ করলেও, চুরির পরের দিন



তারা ছাবু তেড়ে-ইয়ে তীবু ছেড়ে চলে  
যাবার পরে, সে-কথা আপনাদের বলা  
যাবে না । তবে আমরা বটপট ওদের খুঁজে  
বের করলাম আর ওদের গাড়ি তালাশ  
করে চমকপ্রদ এক আবিষ্কার করলাম !



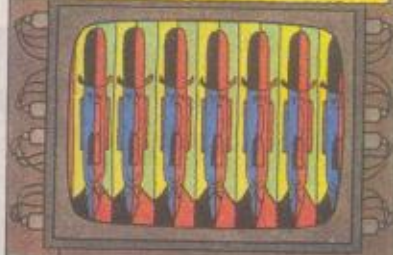
আমরা যে শুধু সিনিওরা কাস্টাফিওরের পরিচারিকার একজোড়া কাঁচি পেয়েছি তাই নয়, ওদের গাড়ির মধ্যে একটা...



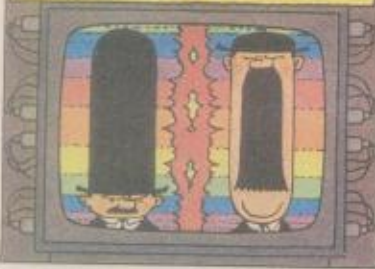
...বান্দরপরানো পোশাক...ইয়ে... পোশাক পরানো বান্দর পেয়েছি। বোবাই যাচ্ছে দেওয়াল বেয়ে একটা চটপটে লোকের পক্ষেই কেবল পান্না চুরি করা সম্ভব ছিল... আর বান্দরটাই সেই লোক। অবশ্য গোটা দলটাই অস্বীকার করেছে...



একটা ছোট মেয়ে কাঁচিটা পেয়েছিল। আর বান্দরটা খাঁচার বাইরেই যায়নি।



বাপারটা এই অবস্থায় আছে--তবে আমরা সব-কিছু গোপন রাখছি। এখন কেবল পান্নাটা উদ্ধার করলেই হয়...



আর আপনাদের মতো এমন ধুরন্ধর মানিকজোড়ের কাছে এ তো ছেলেখেলা। সমস্ত পরিষ্কার করে দেবার জন্য ধন্যবাদ।



আসুন, এবার পুলিশি তদন্তের রহস্য আর উত্তেজনা ছেড়ে আজকের অন্য একটি বড় খবরের দিকে চোখ ফেরাই--



আর না! ডের হয়েছে!

বন্ধ করো! চোখ জ্বালা করছে!

আর নয়! যাথেষ্ট!

এখনও একেবারে নিখুঁত হয়নি, তবু...

আমি চোখে সর্ষেফুল দেখছি।

আমি, সব-কিছু ছটা করে দেখছি!

আম্মো!



পরের দিন সকালে...

বেচারিা যাযাবররা...এখনও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ওরা নির্দোষ...আমি আবার দেওয়াল পরীক্ষা করে দেখেছি। একটা বান্দর হেঁটে গেলেও ছানা থাকত। তা হলে?



আরে! মিঃ ওয়াগনার নেস্টরের বাইকে চড়ে গাঁয়ের দিকে চলেছেন।



উনি নিশ্চয় পিয়ানো ছেড়ে উঠবার অনুমতি পেয়েছেন। এই সুযোগ...



আমরা বাড়ির ভিতরে যাব, কুটুস। এখন পিয়ানোর উৎপাত নেই।



একটা ছোট মেয়ে কাঁচিটা পেয়েছিল। আর বান্দরটা খাঁচার বাইরেই যায়নি।







মিঃ ওয়াগনার, আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি ?

না, ধন্যবাদ, নিজেই পারব।



ভিতরে ঢুকলে ক-কী করে ?  
আপনি যেভাবে এলেন ঠিক সেইভাবে  
মিঃ ওয়াগনার--মইটা রাখুন--



হয়ে...একটু ব্যায়ামের জন্য এটা করি...  
কৌশলটা দারুণ...তাই না ?  
তা বটে ! আর টেপ-রেকর্ডারটা...  
ওটাও কি ব্যায়ামের জন্য ?



ওঃ, টেপ-রেকর্ডার...শোনো, কথা দাও,  
ব্যাপারটা সিনিওরা কাস্টাফিওরকে  
জানাবে না । মাঝে-মাঝে একটু হাওয়া  
খাবার জন্য কৌশলটা করেছি । জানোই  
তো উনি সারাদিন আমাকে পিয়ানো  
ছেড়ে উঠতে দেন না, আর--



হাওয়া ? নিশ্চয় গ্রামের হাওয়া,  
মিঃ ওয়াগনার !  
ওঃ, তুমি জানো ! তা হলে  
তোমাকে সব খুলেই বলি !



ইরমা ! আপনারা ইরমাকে দেখেছেন ?  
আমি মারা পড়ব ! দরজায়  
তালা দিতে মনে ছিল না ! ইরমা ? না,  
সিনিওরা !



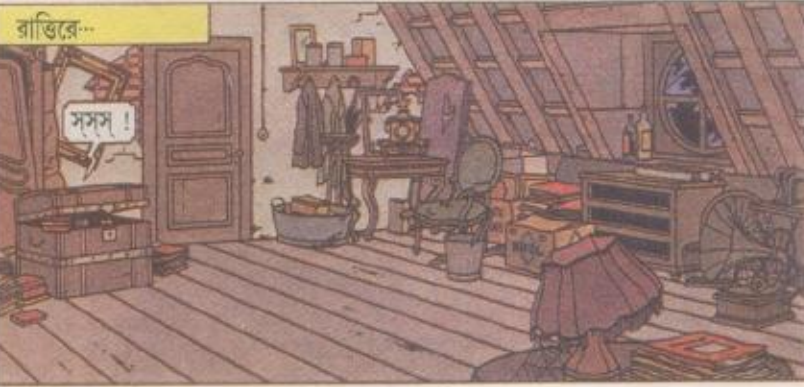
ধন্যবাদ...কিন্তু মিঃ ওয়াগনার,  
আপনার পরদা ঠিক হল ?  
আ-আমার পরদা,  
সিনিওরা ?



কিন্তু শুনতেই তো  
পাচ্ছেন, উনি  
বাজাচ্ছেন ।  
আরে, তাই তো...মাফ  
করবেন, খেয়াল  
করিনি ।



বড্ড অনামনস্ক  
হয়ে যাচ্ছি !









সর্বনাশ ! এবার কী ঘটতে চলেছে ?



ওই গাড়িটার গোলমাল আমাকে দূর করতেই হবে !



কী হল ?...ব্যাপারটা কী ?

ব্যাপারটা কী ?  
কী হল ?



এই যে ক্যাপ্টেন প্যাডলক... আপনার পা সেরে গেছে দেখে বড় খুশি হলাম।

ধন্যবাদ !



আপনার সুখে বাদ সাধতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। কিন্তু খারাপ খবরটা দিতেই হচ্ছে। কাল আমি চলে যাচ্ছি !

না !... সত্যি বলছেন ? একথা সত্যি হতে পারে না !



দুঃখিত, বন্ধু ! মিলানের লা স্কলায় ওরা আমার জন্য পাগল হয়ে আছে ! আমেরিকায় যাবার আগে আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবে।

আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে...মন ভেঙে পড়ছে... মত বদলানো যায় না ?



আপনি খুব ভাল। আমাকে রাখবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার টিকিট হয়ে গেছে !

আঃ !



শ্রীমতী চলে যাচ্ছেন !



শ্রীমতী কেটে পড়ছেন। হিপ হিপ পয়া দিন ! হিপ হুররে !



উনি চ-চললেন !...টা...রা... রা...রা...হ্যা...হুম !





## ভগ্নহৃদয় সুধাকণ্ঠী

### মিলান, মঙ্গলবার

ইতালির সংবাদপত্রে উদ্ভাস—“অসাধারণ-অপূর্ব-অবিখ্যাত”। গতরাতে লা স্কুলাতে কিয়দকণ্ঠী কাস্টাফিওর বিশ্বযুদ্ধ শ্রোতাদের শোনালেন রদিনির গ্রাৎসা লাদরা। কিন্তু শ্রোতাদের প্রশস্তি কি হৃদয়ের ক্ষত মুছে দিতে পারে? সুধাকণ্ঠী এখনও তাঁর অমুলা পামা চুরির শোকে কাতর। পুলিশি তদন্ত চলাচ্ছে। পামা চুরি করতে কি বাদর লাগানো হয়েছিল? গোয়েন্দারা বলছে, মস্তব্য নয়, তবে যাযাবরের সন্দেহ করা হচ্ছে। পামা কিন্তু এখনও নিখোঁজ।





আশ্চর্য ! ওর কী হল ?



ক্যাপ্টেন,তুমি কি সিনিওরা কাস্টাফিওরকে কোনও খবর পাঠাতে চাও ?

আমি খবর পাঠাব...? ওই মহিলাকে ?



খবর পাঠাবে না ? বলতে ভুলে গিয়েছি, আমি আজ মিলান যাচ্ছি । ওখানে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন কংগ্রেসকে আমার সুপার-ক্যালকালার দেখাব । ওর সঙ্গেও দেখা করব ।

যা মনে আসে তা-ই বলবে । কিন্তু দোহাই, ওঁকে এখানে আসতে নেমস্তন্ন করবে না ।



উত্তম প্রস্তাব ! ওঁকে বলব । নিমন্ত্রণ পেয়ে উনি নিশ্চয় খুব খুশি হবেন !



ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন !

আবার কী ? ওঁ কি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল ?



কাছেপিঠে কাঠুরে আছে ?

কাঠুরে ?...আছে । গ্রামে কাঠুরে চালি আছে...কিন্তু কেন ?



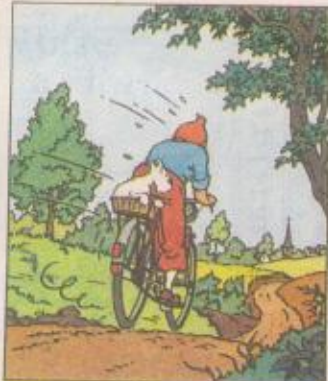
ধন্যবাদ !...ওঃ, ভুলে গিয়েছিলাম... মনিকজোড়কে ফোন করে জলদি আসতে বলো...পান্নার ব্যাপারে !

পান্নার ব্যাপারে ? ...কী হয়েছে ?...



পরে বলব...আর টেলিফোন করতে ভুলো না, কেমন ?

কিন্তু টিনটিন শোনো...



আধ ঘণ্টা পরে...

আমরা যে এসেছি সেটা বিশেষ অণ্ড...ইয়ে...অনুগ্রহ... । আমাদের মতে টিনটিনের নতুন কিছুই বলবার নেই । আমাদের শেষ কথা আবারও বলছি—চুরিটা করেছে ঘাঘাবরেরা । ওদের বানরের সাহায্য নিয়ে ।



আমাদের কাছে সব দিনের মতো পরিষ্কার, তাই না, রনসন ? আমাদের মতে এটা নিদের মতো রপিস্কার । এর নড়চড় নেই ।



টিনটিন আমাদের শুধু একটা কথাই বলতে পারে : পান্নাটা কোথায় লুকনো আছে ।

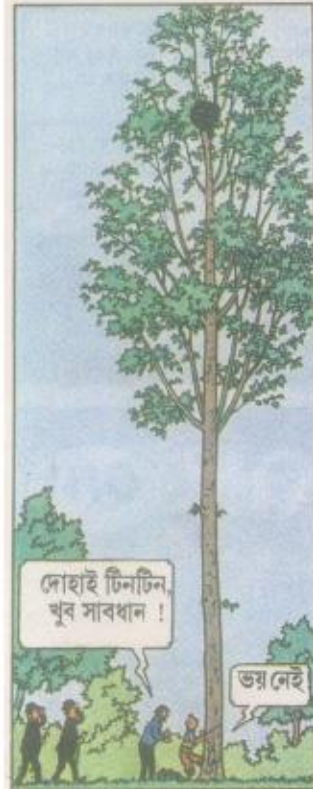


আপনারা আমার সঙ্গে এলে সেই কথাটাই বলব ।

তুমি ?

অ্যাঁ ?!

হ্যাঁ ?!





সাবধান, মরা ডাল সামলে !



মডাত



ক্ষতি হয়নি !...  
খবর কী ? কিছু  
দেখতে পাচ্ছ ?

হ্যাঁ, ইরমার অঙ্গ-  
স্তানা পেয়েছি...



আর পামাটা ! এই দ্যাখো !!



কয়েক টুকরো কাচ...  
একটা মার্বেল... একটা  
চশমা... বাস, এই... আমি  
নেমে আসছি।

কিচ-কিচ  
চোর !



শাবাশ ! টিনটিন, তোমার  
জবাব নেই ! কিন্তু হঠাৎ  
তোমার ছাতারের কথা মনে  
হল কেন ?

কাগজে যে অপেরার  
কথা লিখেছিল তার  
নামটা তোমার মনে  
আছে ?



জানিনা... 'পিংজা' না 'রাগাজা'  
কী যেন...

'না গ্রাৎসা লাদরা'... অর্থাৎ চোর  
ছাতারে' ! তাই থেকেই হঠাৎ সব  
পরিষ্কার হয়ে গেল !



মনে হল, কাছেপিঠে কোথাও চোর ছাতারে  
আছে... কিন্তু কোথায় ? মিমারকা যেখানে কাঁচি  
পেয়েছিল সেখানে কী আছে ? কাঁচিটা নিশ্চয়  
লুকোবার জায়গা থেকে পড়ে গেছে। তাই দেখতে  
গেলাম, আর গিয়েই চোখে পড়ল বাসাটা ! যাক,  
যাযাবররা রেহাই পেল।



আমাদের কপাল ! একবারই শুধু  
অপরাধীদের ধরলাম, আর দেখা  
গেল তারা চুরিই করেনি। ওরা  
কিন্তু কাজটা ভাল করেনি !

তোমার কি মনে হয় ওরা হচ্ছে  
করেই এটা করল ?



যা-ই হোক, আমাদের জন্যেই পামাটা  
পাওয়া গেছে। এখন আমরা ওটা ম্যাডাম  
কাস্টাফিওরকে ফেরত দিলেই চুকে গেল।

কাথবার্ট ক্যালকুলাস কাল  
মিলান যাচ্ছেন। পামাটা ওঁর  
হাতে দিয়ে দিলে হয় না ?



কিছুতেই না ! শুধু আমরাই ওটা ফেরত  
দেব ! আমরা বড়কা, ইয়ে... কর্তব্যবদ্ধ !

যা ভাল মনে করেন—  
এই নিন পামা।



যাযাবরদের স্বস্তির কথা ভেবে  
আমি খুশি। ওরা তখন  
পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত।

দেখলে চোখ  
জুড়ায়..

ঠিক করে বললে  
বলতে হয়..



ওহ !



তোমরা কী করছ ?

মমানে-পামাটা-ওটা  
ঘাসের ওপর পড়ে গেছে...  
আর ঘাস সবুজ...

ঘাসের মতো সবুজ !



ওটা অমূল্য...হ্যাঁ, ওর তুলনা নেই !

যে-কোনও লোকের হাত  
থেকেই পড়ে যেতে পারত...



ভৌ ! ভৌ এখানে  
তোমাদের বল !



এই নাও ! আর ফেলে  
দিও না !

নিশ্চিত থাকো !



কয়েক মিনিট বাসে...

বিদায়, বন্ধুগণ ! আমি যাচ্ছি...ম্যাডাম  
কাস্টাফিওরকে কিছু  
বলতে হবে ?

হ্যাঁ, নিশ্চয় !



জবর খবর ! বলবে, টিনটিন  
তাঁর পামা খুঁজে পেয়েছে !

না, না ! আমি প্লেনে  
যাব । অনেক  
তাড়াতাড়ি হবে ।



আমি বলেছি কাস্টাফিওর পামাটা  
খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ! পামাটা  
পা-মা-টা !!



কখনও না--আমি কখনও করি  
না...শুধু অফিসে আমি সব যোগা  
করি...এটা মর্যাদার প্রশ্ন...চলি !



ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন--শান্ত হও । ম্যাডাম  
কাস্টাফিওরকে একটা তার পাঠালেই হবে ।

ওকে তোমার নিমন্ত্রণের কথা জানাতে  
ভুলব না...



আমরা এখন চলি...ময়নাটা জাপানে-ইয়ে--  
গয়নাটা বাগানে... যাকগে, বিদায় ক্যাপ্টেন !

বিদায় !  
বিদায় !

বিদায় ! তদন্তে সাহায্যের  
জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ ।



পামাটা তোমার কাছে আছে তো ?

না, ওটা তুমি রেখেছ !

মাফ করবে, ওটা  
তোমাকে দিয়েছি !

না, কখনও দাওনি !



পরের দিন সকালে...

বেশ হাটলাম--আকাশে  
মেঘ নেই ! পরিপূর্ণ শান্তি !...  
চমৎকার !...



আহ, তুমি এসেছ ! এদিকে দ্যাখো !

কেন ?...কী হয়েছে ? সেই  
মহিলা  
কি ফিরে  
এসেছেন ?

